ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) (صلاة الرسول ﷺ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

৫. (গ) রুকূ পেলে রাক‘আত না পাওয়া

ক্বিয়াম ও ক্বিরাআতে ফাতেহা ব্যতীত কেবলমাত্র রুকূ পেলেই রাক‘আত পাওয়া হবে না। এমতাবস্থায় তাকে আরেক রাক‘আত যোগ করে পড়তে হবে। তবে জমহূর বিদ্বানগণের অভিমত হ’ল এই যে, রুকূ পেলে রাক‘আত পাবে। সূরায়ে ফাতেহা পড়তে পারুক বা না পারুক’। তাঁদের প্রধান দলীল সমূহ নিম্নরূপ :

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلاَةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ كُلَّهَا - ‘যে ব্যক্তি ইমামের সাথে ছালাতের এক রাক‘আত পেল, সে ব্যক্তি পূর্ণ ছালাত পেল’।[45]

জবাব : জমহূর বিদ্বানগণ এখানে ‘রাক‘আত’ অর্থ ‘রুকূ’ করেছেন। ইমাম বুখারী বলেন যে, এখানে রাক‘আত বলা হয়েছে। রুকূ, সিজদা বা তাশাহহুদ বলা হয়নি’ (অথচ সবগুলো মিলেই রাক‘আত হয়) (‘আওনুল মা‘বূদ ৩/১৫২)। শামসুল হক আযীমাবাদী বলেন, ‘এখানে কোন কারণ ছাড়াই রাক‘আত অর্থ রুকূ করা হয়েছে যা ঠিক নয়’। যেমন ছহীহ মুসলিমে বারা বিন আযেব (রাঃ) হ’তে বর্ণিত হাদীছে ‘ক্বিয়াম ও সিজদার বিপরীতে রাক‘আত শব্দ এসেছে। সেখানে রাক‘আত অর্থ রুকূ করা হয়েছে। [46] ‘আব্দুর রহমান সা‘দীও তাই বলেন’ (আল-মুখতারাত, পৃঃ ৪৪) ।

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুম‘আর ছালাতের শেষ রাক‘আতে রুকূ পেল, সে যেন আরেক রাক‘আত যোগ করে নেয়। কিন্তু যে ব্যক্তি শেষ রাক‘আতে রুকূ পেল না, সে যেন যোহরের চার রাক‘আত পড়ে।[47]

জবাব : দারাকুৎনী বর্ণিত অত্র হাদীছটি ‘যঈফ’।[48]

(৩) আবু বাকরাহ (রাঃ) হ’তে একটি হাদীছ পেশ করা হয়ে থাকে। তিনি একাকী রুকূ অবস্থায় পিছন থেকে কাতারে প্রবেশ করেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, আল্লাহ তোমার আগ্রহ বৃদ্ধি করুন। তবে আর কখনো এরূপ করো না’।[49]

জবাব : ইবনু হাযম আন্দালুসী ও ইমাম শাওকানী বলেন, এ হাদীছের মধ্যে জমহূরের মতের পক্ষে কোন দলীল নেই। কেননা রাসূল (ছাঃ) তাকে যেমন ঐ রাক‘আত পুনরায় পড়তে বলেননি, তেমনি ঐ ছাহাবী ঐ রাক‘আতটি গণনা করেছিলেন কি-না, সেকথাও বর্ণিত হয়নি।[50]

অন্যান্য বিদ্বানগণ জমহূরের মতের বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে, শুধুমাত্র রুকূ পেলেই রাক‘আত পাওয়া হবে না। কেননা সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ফরয। যা পরিত্যাগ করলে ছালাত বাতিল হবে ও পুনরায় পড়তে হবে।[51] যেমন ক্বিয়াম, রুকূ, সিজদা ইত্যাদি ফরয, যার কোন একটি বাদ দিলে ছালাত বাতিল হবে ও পুনরায় নতুনভাবে পড়তে হবে।

এক্ষণে যে ব্যক্তি কেবল রুকূ পেল, সে ব্যক্তি ক্বিয়াম ও ক্বিরাআতে ফাতেহার দু’টি ফরয তরক করল। অতএব তার ঐ রাক‘আত গণ্য হবে না। বরং তাকে আরেক রাক‘আত যোগ করে পড়তে হবে। অবশ্য ছালাতে যোগদান করার নেকী তিনি পুরোপুরি পেয়ে যাবেন।

এদের দলীল সমূহ নিম্নরূপ:

(১) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا_ ‘ইক্বামত শুনে তোমরা দৌড়ে যেয়ো না। বরং স্বাভাবিকভাবে হেঁটে যাও। তোমাদের জন্য স্থিরতা অবলম্বন করা আবশ্যক। অতঃপর তোমরা জামা‘আতে ছালাতের যতটুকু পাও, ততটুকু আদায় কর এবং যেটুকু ছুটে যায় সেটুকু পূর্ণ কর’।[52] ইমাম বুখারী বলেন, এখানে ঐ ব্যক্তি কেবল রুকূ পেয়েছে। কিন্তু ক্বিয়াম ও ক্বিরাআতে ফাতেহার দু’টি ফরয পায়নি। অতএব তাকে শেষে এক রাক‘আত যোগ করে ঐ ছুটে যাওয়া ফরয দু’টি পূর্ণ করতে হবে’। [53]

(২) হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক একটি ‘মওকূফ’ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, لاَ يُجْزِئُكَ إِلاَّ أَنْ تُدْرِكَ الْإِمَامَ قَائِمًا ‘তোমার জন্য যথেষ্ট হবে না যদি না তুমি ইমামকে দাঁড়ানো অবস্থায় পাও’।[54] হাফেয ইবনু হাজার বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রুকূ পেলে রাক‘আত না পাওয়ার বিষয়টিই প্রসিদ্ধ।[55]

(৩) তাবেঈ বিদ্বান মুজাহিদ বলেন, সূরায়ে ফাতিহা পড়তে ভুলে গেলে সে রাক‘আত গণনা করা হ’ত না (لاَ تُعَدُّ تِلْكَ الرَّكْعَةُ)। [56]

ইবনু হাযম বলেন, রাক‘আত পূর্ণ হওয়ার জন্য তার উপরে অবশ্য করণীয় হ’ল ক্বিয়াম ও ক্বিরাআত করা। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, রাক‘আত ও অন্য কোন রুকন ছুটে যাওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ফলে ইমামের সাথে যোগদানের সময় কোন রাক‘আত ছুটে গেলে তা যেমন পরে আদায় করতে হয়, অনুরূপভাবে সূরায়ে ফাতিহা ছুটে গেলে সেটাও পরে আদায় করতে হবে। কেননা ওটাও অন্যতম রুকন, যা আদায় করা ফরয। এক্ষণে ‘সূরায়ে ফাতিহা ছুটে গেলেও ছালাত হয়ে যাবে’ বলে যদি দাবী করা হয়, তবে তার জন্য স্পষ্ট ও ছহীহ দলীল প্রয়োজন হবে। অথচ তা পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, কেউ কেউ আগ বেড়ে এ বিষয়ে ইজমা-এর দাবী করেছেন। ঐ ব্যক্তি ঐ বিষয়ে মিথ্যাবাদী। কেননা আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সূরায়ে ফাতিহা পড়তে না পারলে ঐ রাক‘আত গণনা করতেন না’। অমনিভাব যায়েদ বিন ওয়াহাব থেকেও বর্ণিত হয়েছে। [57]

ইমাম শাওকানী বলেন, ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য সর্বাবস্থায় প্রতি রাক‘আতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ‘ফরয’। বরং এটি ছালাত সিদ্ধ হওয়ার অন্যতম শর্ত। অতএব যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, এটা ছাড়াই ছালাত সিদ্ধ হবে, তাকে এমন স্পষ্ট দলীল পেশ করতে হবে, যা পূর্বে বর্ণিত না সূচক ‘আম’ দলীলগুলিকে ‘খাছ’ করতে পারে’। [58]

উপসংহার : উপরের আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, শুধুমাত্র রুকূ পেলে রাক‘আত হবেনা। বরং তাকে আরেক রাক‘আত যোগ করে পড়তে হবে। এটা বলা যেতে পারে যে, যেখানে রুকূ পেলে রাক‘আত পাওয়ার স্পষ্ট দলীল নেই এবং যেখানে আরেক রাক‘আত যোগ করার ব্যাপারে ছাহাবী ও তাবেঈগণের স্পষ্ট বক্তব্য এসেছে, সেখানে অন্য কারো বক্তব্য তালাশ করার কোন যৌক্তিকতা নেই। এরপরেও ইমাম বুখারী, ইমাম ইবনু হাযম, ইমাম শাওকানী ও তাঁদের সমমনা বিদ্বানগণকে বাদ দিলে জমহূর বিদ্বানগণ বলতে আর কাদের বুঝানো হবে, সেটাও প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়।

** অধিকাংশ আলেম মনে করেন যে রুকু পেলে রাকাত পাওয়া বলে গণ্য হবে - বাংলা হাদিস

ফুটনোট

[46] . মুসলিম হা/১০৮৫, ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৮; আবুদাঊদ (আওন সহ), অনুচ্ছেদ-১৫২, হা/৮৭৫, ৩/১৪৫ পৃঃ।

[47] . দারাকুৎনী হা/১৫৮৭ ‘যে ব্যক্তি জুম‘আর এক রাক‘আত পেল কিংবা পেল না’ অনুচ্ছেদ।

[48] . দারাকুৎনী হা/১৫৮৭; হাদীছ ‘যঈফ’, টীকা দ্র:।

[49] . আবুদাঊদ (‘আওন সহ) হা/৬৬৯-৭০; আবুদাঊদ হা/৬৮৩-৮৪, অনুচ্ছেদ-১০১।

[50] . ‘আওনুল মা‘বূদ ৩/১৪৬ পৃঃ, হা/৮৭৫ -এর ব্যাখ্যা।

[51] . ছহীহ ইবনু খুযায়মা (বৈরূত: ১৩৯১/১৯৭১; ১ম সংস্করণ, তাহক্বীক্ব: ড. মুহাম্মাদ মুছতফা আল-আ‘যামী), ‘ছালাত’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ- ৯৩ ও ৯৪, ১/২৪৬-৪৭ পৃঃ।

[52] . মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৬, ‘আযান দেরীতে দেওয়া’ অনুচ্ছেদ-৬।

[53] . বুখারী, জুয্‌উল ক্বিরাআত, মাসআলা-১০৬, পৃঃ ৪৬; ‘আওনুল মা‘বূদ হা/৮৭৫-এর ব্যাখ্যা ৩/১৫২ পৃঃ।

[54] . সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৯-এর আলোচনার শেষে দ্রষ্টব্য।

[55] . শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৩/৬৯।

[56] . বুখারী, জুয্‌উল ক্বিরাআত, হা/২৮, পৃঃ ১৩।

[57] . নায়লুল আওত্বার ৩/৬৯ পৃঃ।

[58] . নায়লুল আওত্বার ৩/৬৭-৬৮ পৃঃ।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9201

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন